তারিখ ... 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

মতলবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ২০ হাজার শিশুর লেখাপড়া

■ মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

চারপাশ খোলা। একটি একচালা টিনের ছাপড়ায় কার্যক্রম চলছে মতলব দক্ষিণ উপজেলার মধ্য পিংড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। চৈত্রের প্রচণ্ড তাপদাহে কোনো রকম মাথাগুজেই যেন বিদ্যা অর্জন করছে শিক্ষার্থীরা। তাও আবার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী। বাকিরা থাকে ছোট্ট এ ছাপড়ার বাইরে। শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এমন অনেক বিদ্যালয়েই ছাপড়া তৈরি করে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিদিনের রোদ-বৃষ্টিই হচ্ছে বিদ্যাদেবীর আশীর্বাদ।

শিশুদের মনোযোগ থাকে পলেস্তারা কিংবা খসেপড়া ছাদের দিকে

মতলব দক্ষিণ ও উত্তর উপজেলার শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ২০ হাজার শিশু ঝুঁকি নিয়েই লেখাপড়া করছে।

পরিত্যক্ত বিদ্যালয়গুলোতে বিকল্প কোনো ভবন না থাকায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই ছাত্র-শিক্ষকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। আর আনন্দপূর্ণ পাঠদান যেন শঙ্কায় পরিণত হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোতে সবসময়ই আতঙ্কে থাকেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। পাঠদানের পরিবর্তে শিশুদের মনোযোগ থাকে পলেস্তারা কিংবা খসেপড়া ছাদের দিকে। মাঝে মাঝে খসেপড়া ইট-সুরকি শিশুদের চোখে-মুখে পড়ে। কোথায়ও কোথায়ও এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান হচ্ছে।

মতলব উত্তর উপজেলায় জরাজীর্ণ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ যেসব বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান হচ্ছে সেগুলো হলো– দক্ষিণ চরমাছুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়ুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর লুধুয়া, ছেংগারচর, তালতলী, দক্ষিণ রামপুর, তিতারকান্দি, মুক্তিপল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নয়াকান্দি, ইমামপুর, দক্ষিণ ইমামপুর, ছোট চরকালিয়া, সুজাতপুর, আবুরকান্দি, চরপাথালিয়া, কৃষ্ণপুর, পূর্ব লালপুর, উত্তর মান্দারতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

মতলব দক্ষিণ উপজেলায় এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়। ৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় এখানেও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোতে সবসময় আতঙ্কে থাকে শিশুরা। এ উপজেলার মধ্য পিংড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারপাশ খোলা একটি একচালা টিনের ছাপড়ায় চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। আড়াইশ' শিক্ষার্থীর মধ্যে মাথা গোঁজার ঠাঁইও হচ্ছে না। এ উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– মধ্য দীঘলদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য পিংড়া, নওগাঁও, মধ্য বাকরা, লাকশিবপুর, পূর্ব বাকরা, বহরী, দক্ষিণ ঘোড়াধারী, ঘোড়াধারী, বকচর, পেয়ারী খোলা, উত্তর আচলচিলা, বোয়ালিয়া, ডিঙ্গভাঙ্গ, উত্তর ডিঙ্গভাঙ্গ শহীদ জিয়া, উত্তর ডিঙ্গাভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোরবক্স, খিদিরপুর, বদরপুর, পদুয়া, গাবুয়া, উত্তর দৌলতপুর, পশ্চিম বাইশপুর, মোবারকদী খোরশেদ আরা, পূর্ব মোবারকদী ও পূর্ব ধলাইতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নির্মাণের মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে নির্মিত প্রায় সব ভবনেরও একই অবস্থা। উল্লিখিত সময়ে নির্মিত প্রত্যেকটি ভবনই এখন ঝুঁকিপূর্ণ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. খোরশেদ আলম বলেন, বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। তবে এসব বিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা অধিদপ্তরে জানিয়েছি।